কালের কণ্ঠ

তারিখ [illegible]
পৃঃ ১৮ কলাম ২

‘জালিয়াত’ অধ্যাপক!

মো. আরিফুল হক, বাকৃবি ▶

তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ খোদ যুক্তরাষ্ট্রকেই ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ভুয়া শিক্ষকের পরিচয় দিয়ে উপাচার্যসহ কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক এবং রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর জালের মাধ্যমে প্রত্যয়নপত্র উপস্থাপন করে আবু বকর সিদ্দিক প্রায় বাগিয়ে নিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাম করা বোরলগ হায়ার এডুকেশন অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিহার্ড) স্কলারশিপ। কিন্তু বিধি বাম! সম্প্রতি বিহার্ড থেকে তাঁর কাগজপত্র চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বাকৃবির এক শিক্ষকের কাছে এলে ধরা পড়ে তাঁর ভয়ানক জালিয়াতি। তবে ঘটনাটি চেপে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ পেয়ে বিহার্ড থেকে পাঠানো ওই কাগজপত্র কালের কণ্ঠের এই প্রতিবেদক সংগ্রহ করেন। পরে কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে জালিয়াতির আরো ভয়ানক চিত্র। ‘জালিয়াত’ সিদ্দিক পবিপ্রবির মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর বাড়ি জামালপুরের সরিষাবাড়ীর ফুলদহের পাড়া গ্রামে।

কালের কণ্ঠ অনুসন্ধান

আবু বকর সিদ্দিক

বিহার্ড থেকে পাঠানো ওই কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিশ্বে সাম্প্রতিক সময়ের কৃষি বিষয়ে সবচেয়ে লোভনীয় পিএইচডি স্কলারশিপ বিহার্ডে আবেদন করার জন্য ফরম পূরণ করেন মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। এ সময় নিয়ম অনুযায়ী আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযোজন করেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত। জীবনবৃত্তান্তে নিজেকে বাকৃবির ফিশারিজ বায়োলজি ও জেনেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পরিচয় দেন। বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে পিএইচডি ডিগ্রিতে তাঁর প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়, একাডেমিক বিভিন্ন অর্জন এবং মাস্টার্স ও শিক্ষকতা জীবনে বিভিন্ন গবেষণাকাজের কথা উল্লেখ করেন। জীবনবৃত্তান্তের শেষে প্রত্যয়নকারী হিসেবে উল্লেখ করেন বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. এস এম রহমত উল্লাহ ও অধ্যাপক ড. সাদিকুল ইসলামের নাম এবং নিচে যোগাযোগের জন্য দেওয়া হয় ই-মেইল ঠিকানা, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের নয়। দেওয়া হয় উপাচার্যসহ অন্য দুই শিক্ষকের স্বাক্ষরসংবলিত প্রত্যয়নপত্র, যা পুরোটাই ভুয়া। বাকৃবিতে চাকরিরত প্রমাণের জন্য শিক্ষা শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্রও জালিয়াতির মাধ্যমে দেওয়া হয়। জীবনবৃত্তান্তে তিনি আরো উল্লেখ করেন, তিনি তাঁর শিক্ষাবর্ষে ছয় অনুষদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানধারী, মাস্টার্সে ভালো ফলের জন্য গোল্ড মেডেল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। এ ছাড়া ভিয়েতনাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (জিটিআই) থেকে তিন মাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা যায়, মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ২০০৫ সালে বাকৃবির ফিশারিজ অনুষদ থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক এবং ২০০৭ সালে ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগ থেকে সিজিপিএ ‘এ’ গ্রেড পেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালে তিনি পবিপ্রবিতে ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। বিহার্ডের ওই স্কলারশিপের জন্য বাকৃবি এবং বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা শুধু আবেদনের সুযোগ পান। এ কারণে তিনি ওই জালিয়াতির পথ খুঁজে নেন। উপাচার্যসহ ওই দুই শিক্ষকের জাল স্বাক্ষরে প্রত্যয়নপত্র তৈরি করে নিজেকে বাকৃবির শিক্ষক পরিচয় দিয়ে সেখানে আবেদন করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বিহার্ড থেকে প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের কাছে ই-মেইল পাঠালে তিনি ওই জালিয়াতির তথ্য ফাঁস করে দেন।

বাকৃবি শিক্ষা শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার ফারুক আহমেদ বলেন, সিদ্দিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সব অনুষদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানধারী ছিলেন না। মাস্টার্সে ভালো ফলের জন্য কখনো গোল্ড মেডেল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অ্যাওয়ার্ড পাননি। এ ছাড়া জিটিআইয়ে তিন মাসব্যাপী কোনো প্রশিক্ষণ কোর্স নেই বলেও জানান তিনি। তাঁর এক সহকর্মী জানান, ভিয়েতনামের প্রশিক্ষণও ভুয়া।

এদিকে আবু বকর সিদ্দিক সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর কয়েকজন সহকর্মী বলেন, তিনি এভাবে জাল প্রত্যয়নপত্র দিয়ে এর আগেও বাগিয়ে নিয়েছেন জাপানের সরকারি মনবোকাগাকাও স্কলারশিপ। সম্প্রতি পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি করার সুযোগ। তাঁর শিক্ষাগত ফল বাদে বাকি সবই জাল। জালিয়াতি করেই একের পর এক স্কলারশিপ পাচ্ছেন সিদ্দিক। তিনি স্বাক্ষর জাল করতে এতটাই পটু যে ধরার উপায় নেই।

অন্যায়ভাবে বিভাগের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে এবং শিক্ষকদের স্বাক্ষর জাল করায় আবু বকর সিদ্দিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পবিপ্রবির প্রশাসনকে তাগাদা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাকৃবির ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড. গোলাম কাদের খান।

বাকৃবির মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ওই শিক্ষার্থী সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বলেন, ‘ছাত্রজীবনে মিথ্যা গল্প বলে বলে শিক্ষকদের সহানুভূতি নিতেন সিদ্দিক। তাঁর পক্ষে এসব জালিয়াতি অসম্ভব নয়। সাম্প্রতিক সময়ে একইভাবে জাপানের একটি স্কলারশিপ বাগিয়ে নেন তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে জাপানিস অধ্যাপকের সঙ্গে প্রতারণা করে এখন আবার অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন। ওই জাপানিস অধ্যাপকের গবেষণাগারে অধ্যয়নরত আমাদের সহকর্মী সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. শাহজাহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পবিপ্রবির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. সুলতান মাহমুদ বলেন, ‘বাকৃবি থেকে লিখিতভাবে আমরা কোনো অভিযোগ পাইনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

স্বাক্ষর জালের ব্যাপারে বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রত্যয়নপত্র দেওয়া তো দূরের কথা। আমি ওই ছেলেকে চিনিই না। আর ওই স্বাক্ষর এবং ই-মেইল ঠিকানা কোনোটিই আমার নয়। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ এদিকে স্বাক্ষর এবং ই-মেইল ঠিকানা সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন অপর দুই শিক্ষকও। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক স্বাক্ষর জাল ও ভুয়া তথ্য দেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, ‘আমি প্রথমে ওই সব করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভুল বুঝতে পেরেছি। আর শেষ পর্যন্ত স্কলারশিপটা তো আমি পাইনি।’